দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 21 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৮

183

উপজেলা পরিক্রমা

নন্দীগ্রাম

বগুড়া, ২০ মার্চ (সংবাদদাতা)।— বগুড়া জেলার সবচেয়ে স্বচ্ছল ধন-ধান্যে ভরা অন্যতম একটি জনপদের নাম উপজেলা নন্দীগ্রাম। জেলা শহর বগুড়া থেকে ২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের মধ্যভাগে উপজেলা নন্দীগ্রামের অবস্থান। এই জনপদের সর্বমোট আয়তন ১০৩ বর্গমাইল। ৫টি ইউপি'র সমন্বয়ে গঠিত এই উপজেলায় ২১২টি গ্রাম, ২৩৫টি মৌজা ও ১৮,৮৮৫টি বাড়ী রয়েছে। উপজেলার মোট ১,১২,৪২৮ জন জনসংখ্যার ৫৬,৪৩৯ জন পুরুষ ও ৫৫;৯৮৯ জন মহিলা। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৯৫,৮৩৯ জন ও ১৬৫৩৩ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী

কৃষি

মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৫৬,১৬৩ একর, আবাদী ৫১,৮৯৫ একর। ইরি আবাদের আওতাভুক্ত ১৫,৫০৬ একর। ধানের জন্য বিখ্যাত, প্রচুর উন্নতমানের আমন ধান জন্মে। সেচ কাজের জন্য ৮২টি গভীর, ৩০০টি অগভীর নলকূপ, ১১টি পাওয়ার পাম্প ও ৮০০টি টিউবওয়েল রয়েছে। প্রচুর মাছ চাষ হয়। এজন্য ৫৩৫ একর জমিতে প্রায় ১৬০০টি পুকুর রয়েছে।

শিক্ষা

উপজেলা নন্দীগ্রামের শিক্ষার হার ৩.৭ জন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ৫৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮টি, কলেজ ১টি এবং দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসা ২০টি, মোট শিক্ষক সংখ্যা ৪৯১ জন, ছাত্র-(মাধ্যমিক স্কুল ছাড়া) ১২,৯৬৬ জন, তবে বহুসংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য

এই উপজেলায় ১টি হাসপাতাল রয়েছে উপজেলা সদর থেকে বহু দূরে গ্রামে, ফলে জনসাধারণ অনেক সময়ই চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। উপজেলায় মোট ৫০ জন চিকিৎসক রয়েছেন, অধিবাসীগণ উপজেলা সদরে একটি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য জোর দাবী জানিয়েছে।

বিদ্যুৎ

উপজেলা সদর ও পার্শ্ববর্তী কুন্দারহাট ছাড়াও কয়েকটি গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়েছে। তবে অধিকহারে ধান উৎপাদনের জন্য গোটা উপজেলাকে পল্লী বিদ্যুতের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে উপজেলাটি দারুণ পশ্চাদপদ। পাকা রাস্তা রয়েছে মোট ৮ মাইল, ইট বিছানো ৩ মাইল এবং কাঁচ রাস্তা রয়েছে মোট ২৮৭ মাইল। একটি যাত্রী ছাউনী ও ৪টি বাসস্ট্যাণ্ড রয়েছে দৈনিক বাজার ২টি, সাপ্তাহিত ১২টি ডাকঘর ৭টি ও ৮টি ব্যাংক শাখা রয়েছে বিনোদনের জন্য রয়েছে ১টি সিনেমা হল ৪টি ক্লাব।

অন্যান্য

ইদানীং অত্র উপজেলার আইন-শৃংখল পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটেছে। এখানকার উমরপুর হাট নিয়ে এখানে একটি দুর্নীতির আখড়া গড়ে উঠেছে। উপজেলা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ তার বিরুদ্ধে ৪টি মামলা দায়ের করেছে। চেয়ারম্যান বর্তমানে পলাতক।